গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ
সংবাদকক্ষ : ০২-৯৯৬৬৬১৩৬৮, E-mail: pidmymensingh@gmail.com, Facebook: PID MYMENSINGH, Website: pid.mymensinghdiv.gov.bd

সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বজন
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ
তারিখ : ০১.০৪.২০২৪খ্রি.

সংবাদ :
সম্পাদকীয় :
প্রবন্ধ/চিঠিপত্র :

ফ্রিল্যান্সিং : অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নতুন মাধ্যম

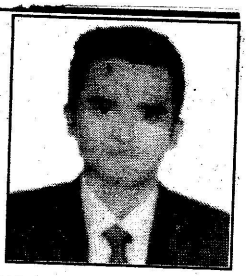

মো:শামসুল হুদা

ফ্রিল্যান্সিংয়ে স্বাবলম্বি মেহেদী হাসান।তিনি এখন তরুন উদ্যোক্তা।তাঁর বছরে আয় প্রায় ১২-১৫লক্ষ টাকা।শুধু নিজে নন,প্রত্যন্ত এলাকা থেকে তিনিফ্রিল্যান্সিংয়েঅন্যদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর দেখানো পথে হেঁটে এলাকার বারোশোরও বেশি তরুন তরুনী স্বাবলম্বি হয়েছে।এখন তাঁদের অনেকের মাসিক আয় ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা।মেহেদী হাসানের বাড়িময়মনসিংহের জেলারফুলবাড়িয়ারতেলীগ্রামে।হাসানের বাবা মারা যাওয়ার পর সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছিল পুরো পরিবার।প্রতিনিয়ত অভাব আর অনটন আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে হাসানের পরিবারকে। এ সময় কোনো কিছু করার প্রবল ইচ্ছা তাকে তাড়া করে ফেরে।তখনই কিছু করার ইচ্ছে থেকে ঝুঁকে পড়েন ইন্টারনেটে।সারাদিন গুগল ও ইউটিউবসহ বিভিন্ন সাইট ঘেটে ঘেটে ফ্রিল্যান্সিরংয়ের ধারণা রপ্ত করতে থাকেন হাসান। ২০১৬ সালে ইন্টারনেটে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেন। শুরুর অভিজ্ঞতাটা খুব ভালো ছিলনা। দীর্ঘ ছয় বছরের কঠোর পরিশ্রমের পরে এখন তিনি সফল। তরুন এই উদ্যোক্তা হাসান বলেন চাকুরীর পিছনে না ছুটে বেকারত্ব দূরীকরনে ফ্রিল্যান্সিং ভূমিকা রাখতে পারে। বেকারত্ব একটা অভিশাপ। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ফ্রিল্যান্সিং শেখা উচিত। পড়ালেখার পাশাপাশি নিজেরা কিছু করতে চাইলে ফ্রিল্যান্সিং হতে পারে সম্ভাবনার অন্যতম ধার। এমনকি প্রতিদিন ৮-১০ ঘন্টা ফ্রিল্যান্সিং করে বেকারত্বও ঘোচানো সম্ভব।

ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশে গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের ৪ কোটি ৪০ লাখ তরুনদের প্রতি ১০ জনের একজন বেকার। প্রতিবছরই বিশ্ববিদ্যালয় পেরোনো হাজার হাজারশিক্ষার্থী মনের মত চাকুরী না পেয়ে বেকার হয়ে বসে আছেন। ফলে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর ফ্রিল্যান্সররা ১০কোটি ডলার আয় করে থাকেন। শ্রমব্যয় কম থাকায় বিশ্বের আউটসোসিং বাজারে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে বাংলাদেশ। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিভাগীয় গবেষণা ও শিক্ষাদান বিভাগ অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট (ওআইআই) এর এক গবেষণায় প্রকাশিত হয়েছে যে, অনলাইন শ্রমিক সরবরাহে বাংলাদেশেরঅবস্থানএখন বিশ্বের দ্বিতীয়। বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সার এর সংখ্যা বিশ্বের ১৬ শতাংশ।

বাণিজ্য বিষয়ক পত্রিকা ফোর্বস এর তথ্যমতে ফ্রিল্যান্সিং থেকে আয়ে এগিযে থাকা শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। ফ্রিল্যান্সিং আয়ে বাংলাদেশ এর অবস্থান অষ্টম এবং বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ২৭ শতাংশ। বিশ্বে বছরে এক ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার রয়েছেআউটসোসিংয়ে,যেখানে বাংলাদেশে এই খাতে আয় ১ বিলিয়ন হলেও সম্ভাবনা আছে ৫ বিলিয়ন ডলারের। কিন্তু এই ৫ বিলিয়ন ডলার আয় এর লক্ষ্য পূরণ করতে ফ্রিল্যান্সারে সংখ্যা ৫গুন বৃদ্ধি করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়কে এগিয়ে আসতে হবে।

যুব সমাজের বিশাল জনসংখ্যার এশিয়ার কয়েকটি দেশগুলোর মধ্যেবাংলাদেশ একটি । এদেশের ১৬৩মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রায় ৬৫% মানুষ পঁচিশ বছরের কম বয়সি। এই বিশাল তরুন ও শক্তিশালী মানব সম্পদ এখনো প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক বাজারে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব রয়েছে। যদিও ক্যারিয়ার হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং গত কযেক বছরে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। হাজার হাজার বাংলাদেশের তরুন এই সুযোগটি কাজে লাগাতে তাদের সহায়তা করার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং সরকারি সহায়তার প্রয়োজন। আমাদের আইটি সেক্টর এবং আইটি উন্নয়নের উত্থানের কারণে বাংলাদেশে আউটসোসিং বেড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সরকারকে এই খাতে জোরদার হতে হবে যা প্রচুর বিদেশি রেমিট্যান্স উৎপাদন করতে পারবে এবং

এসব ওয়েব সাইটে গ্রাফিক্স, ডিজাইন, ডেটা এন্ট্রি ডিজিটাল মাকেটিং কনটেন্ট রাইটিং, কম্পিউটার প্রেগ্রামিং অ্যাফিলিয়েট মাকেটিং এসইও, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব ডেবেলপমেন্ট ইত্যাদি কাজ করেযে কোনো চাকুরী থেকে বেশি অর্থোপার্জন করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে যে জাতি প্রযুক্তির দিক দিয়ে যত বেশি দক্ষ , সে জাতি ততবেশি উন্নত। তাই আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্টিকে কম্পিউটারে দক্ষতা বৃদ্ধি করে কাজের লাগানো যেতে পারে। সরকার এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতিতেবাংলাদেশের তরুনরা যাতে ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্য সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। তবে আমাদের দেশে ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত, ডিভাইসজনিত সমস্যা। ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য যে ধরণের ডিভাইসের প্রয়োজন হয় তা অনেকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তাই অনেকের ইচ্ছে থাকার পরও ডিভাইজের কারণে কাজ করতে পারেনা। তারপরও বলতে হয় বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সারদের সামাজিক মর্যাদা নেই, তাদের কোনো রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও নেই।ফ্রিল্যান্স কাজ স্ব-নিযুক্ত পেশাদারদের একটি নির্দিষ্ট ফি বা হারে তাদের পরিষেবাগুলি সম্পাদন করতে দেয়। যদিও কিছু ফ্রিল্যান্স কর্মীরা পূর্ণ-সময়ের ভিত্তিতে এই ধরনের কাজ সম্পন্ন করে, এটি কর্মীদের জন্য আয় উপার্জনের একটি সহজ উপায়ও হতে পারে। ফ্রিল্যান্সিং কত প্রকার ও ফ্রিল্যান্সিং কাজ কি কি যেগুলো করে আপনিও সফল হতে পারেন এগুলো আলোচনা করবো। যারা কঠোর কর্পোরেট পরিবেশে ভালো করেন না তাদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে! শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫৩ মিলিয়ন মানুষ ফ্রিল্যান্সিং করছেন! এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় কর্মশক্তির প্রায় ৩৪%! বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষ বিশাল ভাবে ফ্রিল্যান্সিং দিকে ঝুকে যাচ্ছে!

ফ্রিল্যান্সিং কত প্রকার-- ফ্রিল্যান্স ট্রান্সলেটর, ডেভেলপার (কোডার, প্রোগ্রামার), লেখক বা পিরাইটার, ফ্রিল্যান্স ডিজাইনার, ফ্রিল্যান্স সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার, মার্কেটিং প্রফেশনাল, মোবাইল অ্যাপ ভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপার, কাস্টমার সার্ভিস, ফ্রিল্যান্স ক্যাপশনার ও হিসাবরক্ষক (একাউন্টেন্ট)

আশার কথা হলো বর্তমান সরকার দক্ষ ফ্রিল্যান্সার তৈরি করতে ফ্রিকোর্সের ব্যবস্থা করছে। সরকারি অর্থায়নে লার্নিং এন্ড আর্নিং ফ্রি কোর্স করে দক্ষ ফ্রিল্যান্সারর হওয়ার পাশাপাশি কোর্স শেষে নগত অর্থ ও সাটিফিকেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকার ২০ হাজার নারীসহ ৫৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরিরউদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় লার্নিং অ্যান্ড আর্নি ডেভলপমেন্ট শীর্ষক জাতীয়অর্থনৈতিকপরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠকে এটির অনুমোদন প্রকল্পটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সি আর আই) এর চেয়ার পারসন এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, নিজেদের পরিশ্রম, মেধা দিয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করবো। নিজের মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম থাকে তাহলে নিজের দেশের মানুষের জন্য সব কিছু করা সম্ভব।আমাদের তরুন তরুনীরা নিজের প্রচেষ্টায় কারও কাছ থেকে হাত নাপেতে নিজেরমেধায় নিজের চিন্তাধারায় অনেক কিছু করতে পারে।

ফ্রিল্যান্সিংকে খাত হিসেবে আরো সফল করতে সরকারি উদ্যোগই বেশি প্রয়োজন। ২০০৮ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের 'রোডম্যাপ' ঘোষণার দশ বছর পর সরকার 'আমার গ্রাম-আমার শহর, সুশাসন' ও তারুণ্যের শক্তি'- এই তিনটি উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নেয়। তাতে